যুগান্তর

তারিখ ঃ ....
পৃঃ ...... কলাম ......

কেঁচো খুঁড়তে সাপ : বিধি লংঘন করে রাবির দেড়শ' ছাত্রের দুই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা গ্রহণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়েছে। এক শিক্ষার্থীর দুই প্রতিষ্ঠানে পড়ার অভিযোগ খোঁজ করতে গিয়ে এ ধরনের অসংখ্য ঘটনা ধরা পড়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় দেড়শ' ছাত্র প্রচলিত বিধি লঙ্ঘন করে মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে। তারা একই সঙ্গে দুটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরেও একই ছাত্রছাত্রী একই সঙ্গে (গোপনে) দুটি বিভাগের পড়ার ঘটনাও ধরা পড়েছে, যা প্রচলিত নিয়মবিরুদ্ধ। এসব পরীক্ষার্থীর অধিকাংশই আরবি ও ইসলামি শিক্ষা বিভাগের।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শেষ বর্ষের ছাত্র (থিসিস গ্রুপ) ইফতেখারুল আলম মাসউদ একই সঙ্গে দুটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়ন করছে। এই বিষয়ে তার সহপাঠীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে স্মারকলিপি দেয়। এ ঘটনা পত্রিকায় প্রকাশিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিভিন্ন মাদ্রাসায় একই সঙ্গে পড়ছে এমন আরবি বিভাগের ১০০ জন ও অন্যান্য বিভাগের ৪১ জনের একটি তালিকা কর্তৃপক্ষকে মাসউদ সরবরাহ করেছে। বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তদন্ত করছে। ৭ সদস্যবিশিষ্ট তদন্ত কমিটির প্রধান উপউপাচার্য অধ্যাপক এম ওয়াজেদ আলী।

জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অনেক শিক্ষক একই সঙ্গে বিভিন্ন মাদ্রাসায় খণ্ডকালীন ও ক্ষেত্রবিশেষে পূর্ণকালীন শিক্ষক হিসাবে নিয়োজিত। তবে এ কাজ চলে গোপনে। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগের অনেক ছাত্র (প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষ) আগামী ১৫ মে অনুষ্ঠেয় মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে ফাজিল ও কামিল পরীক্ষায় অংশ নেবে। আর এজন্য এই দুই বিভাগের চলতি পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে। তবে আরবি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক মোঃ আবদুস সালাম গতকাল 'যুগান্তর'কে জানান, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের পরীক্ষায় ভিজিলেন্স টিমের সদস্য করায় তার বিভাগের পরীক্ষা স্থগিত করা হয়েছে।